প্রাচীন ভারতে রঙ্গশালা

অশোককুমার রায় (কলকাতা)

নাট্যশাস্ত্রে রঙ্গ শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ হল যা অনুরঞ্জিত করে। পরোক্ষভাবে লাক্ষণিকার্থে প্রযুক্ত হয়ে রঙ্গ শব্দের অর্থ পর্যবসিত হয়। সেই রঙ্গের যা আধার তার নাম মন্ডপ। থিয়েটার বা রঙ্গশালা অর্থে প্রাচীন যেসব শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় তাদের নাট্যবেশ্ম, নাট্যমন্ডপ, প্রেক্ষাগৃহ, মন্ডপ প্রভৃতি। নাট্যশাস্ত্র, শিল্পরত্ন ও ভাবপ্রকাশন গ্রন্থানুসারে তিন প্রকার প্রেক্ষাগৃহের উল্লেখ আমরা পেয়ে থাকি, বিকৃষ্ট, চতুরস্র আর এ্যস্র। বিভাগের দ্বারা যা দীর্ঘ তার নাম বিকৃষ্ট। এর আকার চতুষ্কোণ চারটি দিক যার সমান সে হচ্ছে চতুরস্র। এর আকার সমচতুষ্কোণ। আর সমান তিনটি দিক আছে যার সে হচ্ছে এ্যস্র। এর আকার ত্রিভুজের মতো। আকার অনুসারে এদের নাম যথাক্রমে জ্যৈষ্ঠ, মধ্যম আর কনিষ্ঠ। যে নাট্যের নায়ক দেবতা তার উপযোগী প্রেক্ষাগৃহ হচ্ছে জ্যৈষ্ঠ, রাজা যখন নায়ক তখন মধ্যম প্রেক্ষাগৃহের উপযোগিতা। আর সর্বসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট মন্ডপ হল কনিষ্ঠ। ভরতমুণি বলেছেন প্রমাণ রঙ্গশালা মাপ হবে দৈর্ঘ্যে চৌষট্টি হাত আর প্রস্থে বত্রিশ হাত। এর চেয়ে বৃহদাকার প্রেক্ষাগৃহ যেন না হয়। কারণ প্রেক্ষাগারের আকার অত্যধিক বৃহৎ হলে অভিনয় সম্যক ভাবে দৃষ্টিপথের নাগালের মধ্যে আসে, না, অভিনেতার কণ্ঠস্বর দর্শকের শ্রুতি পথে পৌঁছায় না। এইসব কারণের জন্য মধ্যমাকার মন্ডপই শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হয়েছিল। কারণ, ''যাবৎ পাঠাং চ জ্ঞেয়ং চ তত্র শ্রব্যতরং ভবেৎ।''

নাট্যশাস্ত্র প্রেক্ষাগৃহকে দুই সমানার্ধে ভাগ করে একটিকে রঙ্গমন্ডল (Auditorium), অপরটিকে রঙ্গভূমি (Stage) রূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। রঙ্গভূমি আবার পূর্বার্ধে আর পরার্ধে দ্বি-খন্ডিত হয়েছে। পূর্বাধের দু'টি ভাগ। সম্মুখবর্তী অংশের নাম রঙ্গপীঠ। রঙ্গপীঠই নট ও নটীর অভিনয় স্থান। পশ্চাদবর্তী অংশের নাম রঙ্গশীর্ষ। পরার্ধ অর্থাৎ দ্বিখন্ডিত অপরাংশ– নেপথ্য গৃহ (green room)। মোটামুটি এই হল রঙ্গশালার নির্মাণবিধি।

রঙ্গশালাকে কি করে সংস্কৃত ও অলঙ্কৃত করবে তা সম্বন্ধে ভরত বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। প্রথমে stage বা রঙ্গপীঠের কথা ধরা যাক। ভরত বলেছেন, ''রঙ্গপীঠস্য পার্শ্বে তু কর্তব্য মত্তবারণী।। চতুস্তম্ভ সমাযুক্ত। রঙ্গপীঠ প্রমাণতঃ অধ্যর্ধহস্তোৎসেকেন কর্তব্য মত্তবারণী।'' মত্তবারণী শব্দটি ভাঙলে এইরকম দাঁড়ায়, মত্তানাং বারণানাং শ্রেণী। রঙ্গপীঠের দুই পাশে মত্তহস্তীদের বিস্তৃত একটি শ্রেণী শিল্প সৌন্দর্যের সহায়তায় মনোরম গম্ভীর একটি পরিবেশের সৃষ্টি করে। বস্তুতঃ রঙ্গপীঠের সঙ্গে এই যে মত্তবারণীর সংযোগ এর একটি বিশেষ তাৎপর্য ছিল। মত্তবারণী মহেন্দ্রের ঐরাবতের প্রতীক। আর ঐরাবতের প্রতীক রঙ্গবিঘ্ননাশক ইন্দ্রেয় উপস্থিতির সূচনাই করত।

আদি রঙ্গানুষ্ঠানে বিঘ্নকারী অসুরদের উৎপাটিত করে ইন্দ্র রঙ্গকে বিঘ্নমুক্ত করেন। ''রঙ্গপীঠগতান্ বিঘ্নানুসুরাংশ্চৈব দেবরাট। জর্জরীকৃত দেহাংস্তান করোৎ জর্জরেণ সঃ।'' (না. শা. ১/১০) তাই বঙ্গের রক্ষাকর্তারূপে ইন্দ্রের উপস্থিতি রঙ্গপীঠে বাঞ্ছনীয়।

রঙ্গপীঠ থেকে নেপথ্যগৃহের অভিমুখে দুইটি দ্বার থাকার কথা। নেপথ্যগৃহ প্রধানতঃ সাজসজ্জা রচনা ও অভিনেতাদের বিশ্রাম স্থান, প্রবেশ আর নিষ্ক্রমণের অদৃশ্য দ্বার। এখান থেকেই নটের কথাবার্তা প্রম্পট করা হত। নানারকম শব্দ, কোলাহল এখান থেকেই সৃষ্টি করা হত। রঙ্গপীঠে যাদের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় নয় সেই সব লোক ও দেবতাদের কণ্ঠস্বর এখান থেকেউ উচ্চারিত হত। দৃশ্য পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে রঙ্গপীঠ কতগুলি কক্ষে বিভক্ত ছিল। অভ্যন্তর, মধ্য ও বাহ্য– এই তিন রকম কক্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়। মনে হয়, রঙ্গশীর্ষে পার্শ্ববর্তী স্তম্ভের অন্তরালেই এই কক্ষগুলির স্থান নির্দিষ্ট ছিল। নেপথ্য গৃহের সংলগ্ন কক্ষের নাম অভ্যন্তর কক্ষ, আর রঙ্গপীঠ সংলগ্ন কক্ষের নাম বাহ্য কক্ষ। অভ্যন্তর আর বাহ্যকক্ষের মধ্যবর্তী কক্ষের নাম মধ্য কক্ষ। নগর, গ্রাম, পর্বত, সমুদ্র, সচরাচর ত্রিভুবনের নানাদৃশ্য অবতারণার জন্যই এই কক্ষগুলির প্রয়োজন ছিল। দৃষ্টান্তর উপস্থাপন এই কক্ষের সহায়তায় সম্পাদিত হত।

রঙ্গশীর্ষের উপরিভাগ সম্বন্ধে ভরতের একটি নির্দেশ ছিল। তিনি বলেছেন, ''ওই অংশ যেন কূর্মপৃষ্ঠ অথবা মৎস্যপৃষ্ঠের মতো না হয়। একটি নিখুঁত আয়নার মতো সমতল হওয়াই তার উচিত।'' রঙ্গশীর্ষ নির্মাণ করে তাকে রত্নখচিত করার কথা ভরতমুনি বলেছেন। বলেছেন, ''পূর্ব দিক হীরকে, দক্ষিণ দিক বৈদুর্যে, পাশের দিক স্ফটিকে, পশ্চিম দিক প্রবালে আর উত্তর দিক স্বর্ণে খচিত করবে।''

রঙ্গপীঠ ও রঙ্গশীর্ষ নির্মাণ করে শিল্পচাতুর্যমন্ডিত দারুকর্মের দ্বারা তার শোভা সাধন করতে হবে। দৃশ্য বস্তু মন্ডপে উপস্থাপিত হবার আগেই কারুকার্যের বৈচিত্র্য নিঃসন্দেহে দর্শকের মনোহরণ করত। কোথাও বন্যপশু– সমুৎকীর্ণ চতুষ্কোণ, কোথাও মালভঞ্জিকা, (কাষ্ঠময়ী পুত্তলিকা), কোথাওদ্বার কোথাও বা তোরণ, কোথাও দারুপীঠে স্থাপিত কপোতশ্রেণী, কোথাও বা কুট্টিম প্রতিষ্ঠিত স্তম্ভের শ্রেণী। তারপর ভিত্তি গাত্রে অলংকরণ। ভিত্তি গাত্রে একদিকে নাগদন্ত (bracket) আর একদিকে বাতায়ন। চিত্র কর্মজাত সুদর্শন স্ত্রীপুরুষের আলেখ্য, লতাবদ্ধ কিংবা অন্য কোনো মনোহর দৃশ্য। এছাড়া প্রেক্ষাগৃহের ব্যবহারিক সুবিধা অসুবিধাগুলি ভরতের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। প্রেক্ষাগৃহে শব্দনিয়ন্ত্রণ যতখানি গুরুতর ততখানিই দুরুহ। সে যুগে কণ্ঠস্বরের শ্রুতিগম্যতার উপর অভিনয়ের সাফল্য কিছু পরিমাণে নির্ভর করতই। তাই শব্দ সমতারক্ষার উপর ভরত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, ''স্তম্ভ ং বা নাগদন্তং বা বাতায়নমথাপি বা কোণং বা প্রতি দ্বারং দ্বারবিদ্ধং ন কারয়েৎ।। মন্দবাতায়নোপেতে নিবাতো ধীরশব্দবান্। তস্মান্নির্বাত: কর্তব্য: কর্তৃভি: নাট্যমন্ডপ:।। গম্ভীর স্বরতা যেন কুতপস্য ভবিষ্যতি।। দ্বারের মুখোমুখি অন্য কোন দ্বার বা বাতায়ন যেন না থাকে। কারণ তাতে শব্দের অনুরণন ব্যাহত হয়। বাতায়নগুলি ক্ষুদ্রাকার হওয়াই সমীচীন। প্রেক্ষাগৃহ বাতাস থেকে মুক্ত হলেই সঙ্গীতের শব্দ গম্ভীর ও প্রবল হতে পারবে।

রঙ্গপীঠ ও রঙ্গশীর্ষের আর একটি উল্লেখযোগ্য বস্তু হল যবনিকা। নাট্যের সহায়ক বাদ্যযন্ত্রের স্থান নির্দেশ করতে গিয়ে ভরত যবনিকা শব্দটির উল্লেখ করেছেন। ''এতানিচ বহির্গতান্যন্তর্যবনিকাগতৈ:। প্রযোক্তৃভি: প্রযোজ্যানি তন্ত্রীভাশুকৃতানি চ।। তাতো সর্বৈস্তু কুতপৈ: সংযুক্তানীহ কারয়ে!। বিঘট্য বৈ যবনিকাং নৃত্যপাঠ্যকৃতানি চ।'' ভরতের মতো বাদ্যযন্ত্রের বিনিবেশনা, গায়কদের উপবেশনস্থান ও নটের প্রবেশ স্থান যবনিকার অন্তরাল থেকেই হওয়া উচিত। এতে মনে হয় রঙ্গশীর্ষের সম্মুখেই যবনিকার স্থান নির্দিষ্ট ছিল। বাদ্যযন্ত্রের সুর বাঁধা হলে রঙ্গপীঠ

ও রঙ্গশীর্ষের মধ্যস্থানবর্তী এই যবনিকা অপসারিত করা হত। তখন সঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্য ও আবৃত্তি আরম্ভ হত।

এরপর রঙ্গমন্ডলের (auditorium) বিষয়ে। ভরত বলেছেন ইট এবং কাঠ দিয়ে রঙ্গমন্ডল নির্মাণ করতে হবে এবং তার ধারণা সমর্থ স্তম্ভ নিবেশ করতে হবে। আট হাত প্রমাণ পীঠ বা আসন (seat) এইসব স্তম্ভের আশেপাশে স্থাপন করতে হবে। প্রেক্ষাগৃহের নিরাপত্তার জন্য মালভঞ্জিকাকীর্ণ আরো বহু স্তম্ভ নির্মাণের নির্দেশ আছে। বিভিন্ন বর্ণের স্তম্ভ সমাজের বিভিন্ন বর্ণের নির্দেশক ছিল। শ্বেতবর্ণের স্তম্ভের দ্বারা নির্দিষ্ট সম্মুখবর্তী আসনগুলি ছিল ব্রাহ্মণের জন্য, রক্তবর্ণ স্তম্ভের দ্বারা নির্দিষ্ট আসনগুলি ছিল ক্ষত্রিয়ের। পশ্চাদবর্তী আসনগুলি সংরক্ষিত ছিল বৈশ্য ও শূদ্র শ্রেণীর জন্য। এই চতুবর্ণবহির্ভূত শ্রেণীর অন্তর্গত যারা তদের জন্যও নির্দেশক স্তম্ভ ছিল। নিম্নোচারোহ ধাপে ধাপে অবস্থিত (গ্যালারির আকার) আসনের উল্লেখও আমরা পাই। ''হস্ত প্রমাণৈরুৎসেধৈঃ। রঙ্গপীঠাবলোক্যং কুর্যাদাসনজং বিধিম্।'' অভিনয় স্থান, অভিনেতা ও দর্শক সকলের ব্যবহারিক সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রেখেই এমনি করে নির্মিত হয়েছিল প্রাচীন ভারতের রঙ্গশালা।